*Jahangirnagar University Journal of Journalism and Media Studies*
Vol 1 • 2014 • ISSN 2409-479X

# গণমাধ্যমে বিডিআর বিদ্রোহের উপস্থাপন সংবাদসূত্র ব্যবহারের ওপর ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস

**উজ্জ্বল মণ্ডল**[1]

**সারসংক্ষেপ**

২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এতে বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটে। দেশ-বিদেশে তোলপাড় সৃষ্টিকারী এই ঘটনার সংবাদ বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো বড় ধরনের কাভারেজ দিয়ে প্রচার-প্রকাশ করে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনাটি একটি বড় ধরনের ডিসকোর্সেও পরিণত হয়। বাংলাদেশের গণমাধ্যম এ ঘটনার সংবাদ প্রকাশে কী ধরনের সংবাদসূত্র ব্যবহার করেছে এবং কেন করেছে- তা জানার জন্য গবেষণাটি করা হয়। দেশের প্রধান চারটি জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, নয়া দিগন্ত ও নিউএজ-এ প্রকাশিত সংবাদগুলো নমুনায় অর্ন্তভুক্ত করে সেগুলোর সংবাদসূত্র ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার সংবাদে গণমাধ্যমগুলো খুবই দুর্বল ও অস্পষ্ট সূত্র ব্যবহার করেছে। মাঝে মাঝে পত্রিকাগুলোর সংবাদসূত্রকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। এমনকি প্রতিবেদকের মতামতও কিছু ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

## পটভূমি

বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা বিডিআর বিদ্রোহ। সমগ্র জাতি আজও শোকাচ্ছন্ন। ঢাকার পিলখানায় বিডিআর সদর দপ্তরে ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল নয়টা দুই মিনিটে দরবার শুরু হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় দুই হাজার ৬৫০ জন জওয়ান ও কর্মকর্তা। ডিজির

[1] Uzzwal Mondal is Lecturer in the Department of Journalism and Media Studies, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh. *Email:* umondalmcj@gmail.com



বক্তব্যের সময় দুজন বিদ্রোহী অতর্কিতে মঞ্চে প্রবেশ করে বিদ্রোহের শুরু করে *(প্রথম আলো, ২০১০)*। বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা তাদের উর্দ্ধস্থানীয় কর্মকর্তাদের ৭৭ জনকে হত্যা এবং কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্যসহ অনেককে জিম্মি করে। বিডিআরের গুলিতে কয়েকজন পথচারী ও ছাত্র নিহত হয়। এভাবেই শুরু হয় বিডিআর বিদ্রোহ। এই দুঃখজনক বিদ্রোহের কথা স্মরণ করতে গিয়ে সেনাকুঞ্জে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা যা হারিয়েছি, সেই ক্ষতি পূরণের সাধ্য আমার নেই। তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাও আমার নেই। আমি শুধু তাদের এইটুকুই বলতে পারি, আমি তোমাদের সামনে জীবন্ত সান্ত্বনা।" *(প্রথম আলো, ২০১০)*

২৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্রোহীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে বিডিআর-এর সদস্যদের একাংশ আত্মসমর্পন করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিডিআর ক্যাম্পে উত্তেজনার খবর পাওয়া যায়। ঐদিন প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণে বিডিআরকে আবারও তাদের দাবী মেনে নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বিদ্রোহী বিডিআর-এর সকল সদস্যগণ তাদের অস্ত্র জমা দেন এবং পুলিশ বিডিআর সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রন নেয় *(নয়া দিগন্ত, ২০০৯)*।

বিডিআর বীরত্ব ও গৌরবের এক সুশৃঙ্খল আধা সামরিক বাহিনী। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বিতীয় স্থলবাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তৎকালীন ই.পি.আর অর্থাৎ বিডিআর বাহিনীর। এ বাহিনীর রয়েছে দীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য এই বাহিনীকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়। বর্তমানে এই বাহিনীর নাম বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা নিহত হয়েছিলেন ১১ জন। আর যুদ্ধের শুরুর দিকে পাকিস্থান হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে শহীদ হয়েছিলেন ৪৪ জন অফিসার। এ থেকে পিলখানা হত্যাযজ্ঞের ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা কতটুকু তা অনেকটা অনুমান করা যায় *(Philipson, 2009)*।

দেশের পাশাপাশি বিদেশীদের এই বিদ্রোহ সম্পর্কে জানার অন্যতম মাধ্যম ছিল গণমাধ্যম। গবেষণাটির উদ্দেশ্য বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ উপস্থাপনে গণমাধ্যম কোন কোন ধরনের সূত্র ব্যবহার করেছে তা খুঁজে বের করা এবং কেন তারা সে ধরনের সূত্র ব্যবহার করেছে সেটার প্রকৃত কারণও বের করা।

## প্রাসঙ্গিক বিষয়ের গবেষণা পর্যলোচনা

বিডিআর বিদ্রোহ একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। যার বিচারকার্য অতি সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এজন্য বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সরাসরি কোন গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে তেমন কোন তথ্য পাইনি। তবে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে ড. বীণা ডি'কস্তার একটি লেখা ইস্ট এশিয়া ফোরাম থেকে ২০ মার্চ, ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্টে তিনি পরিশেষে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেন। প্রথমত, বিডিআর বিদ্রোহ প্রমাণ করে স্বাধীনতার পর থেকে এখনও বাংলাদেশ অস্থিতিশীল। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে ভাল সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে কিনা? তৃতীয়ত, বিডিআর-এর ব্যানারে এই ম্যাসাকার হয়েছে। তারা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারবে কিনা? *(d'Costa, 2009)*।

'বিডিআর বিদ্রোহ এবং বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা' শিরোনামে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের অর্থনীতি ও ব্যবসায়- এর শিক্ষক আব্দুল মোমেনের একটি লেখা বাংলা ব্লগ 'মুক্ত মন'-এ প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনায় বাইরের দেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। জনগণ এবং নেতাদের মধ্যে যোগসূত্র না থাকা, সেনাবাহিনী বা অন্যান্য বাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব হলে এমন ঘটনা ঘটে। তবে দ্রুত এ সমস্যার সমাধান না করতে পারলে বাইরের হস্তক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় *(Momen, 2009)*।

'বাংলাদেশ: বিডিআর বিদ্রোহ কাভার করেছে নাগরিক সাংবাদিকেরা' শিরোনামে রেজওয়ান-এর একটি লেখা বাংলা ব্লগ 'গ্লোবাল ভয়েস'-এ প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়- 'সে সময় সবাই তথ্যের জন্যে হাহাকার করছিল আর দেশের প্রধান ২৪ ঘণ্টার অনলাইন সংবাদসূত্রের ওয়েবসাইটে ঢোকা যাচ্ছিল না সম্ভবত বেশি লোক একসাথে দেখতে চাওয়ার কারণে। এখানেই নাগরিক সাংবাদিকরা শূন্যতা পূরণ করেন' *(globalvoices,2009)*।

মানবাধিকার ভিত্তিক সংস্থা দৃষ্টিপাতের ব্লগ 'আনহার্ড ভয়েস'- এ রাজপুত্র নামে একজন ব্লগার মন্তব্য করেন, "বিডিআরের পেশ করা দাবী সাথে সাথে গ্রহণ করা অন্য দলের জন্য একটা বিপদজনক উদাহরণ হিসেবে থাকছে। যাতে তারা একই কাজ করতে পারে কোণঠাসা হয়ে পড়লে। বাংলাদেশে আপনার কথা যদি কেউ না শোনে তাহলে ভাঙচুর করতে হবে আর আপনার দাবী সাথে সাথে মেনে নেওয়া হবে" *(unheardvoice,2009)*।

"BDR Mutiny: Security Implications for Bangladesh and the Region" সম্পর্কে খালেদ ইকবাল চৌধুরীর একটি লেখা বাংলাদেশ ইনিসস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিস- এর ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি বিদ্রোহের কয়েকটি কারণকে খুঁজে বের করেছেন। এগুলো হল: Counter terrorism, Fear of internal instability, Unseen hands in the mutiny, Militant penetration etc. *(bips, 2009)*।

"Mutiny and Media in Bangladesh" সম্পর্কিত এক বিশ্লেষণে সুরাইয়া ঊর্মি বলেন, "As the media tend to provide scoops in real time and work under intense time pressure and competition, ethics and professionalism remains to be dilemmas in many cases." *(Urmi*, 2010*)*।

উপরিউক্ত প্রাসঙ্গিক গবেষণা এবং তথ্য থেকে দেখা যায় কোন গবেষণায় এটা স্পষ্ট নয় যে, গণমাধ্যমে বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদে সংবাদসূত্রের উপস্থাপন কেমন ছিল। ফলে গবেষণাটি গণমাধ্যমে বিডিআর বিদ্রোহের তথ্য উপস্থাপনে সংবাদসূত্র বিষয়ে নতুন ধারণা উন্মোচিত করতে সক্ষম।

## গবেষণার নমুনা নির্বাচন

গবেষণার জন্য নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন করা হয়। 'Non-probability sampling is a sampling technique where the samples are gathered in a process that does not give all the individuals in the population equal chances of being selected' *(Exploreable, 2003)*। এ গবেষণা পদ্ধতিতে *প্রথম আলো*, *নিউএজ*, *জনকণ্ঠ* ও *নয়াদিগন্ত* পত্রিকাগুলো নির্বাচন করা হয়। আর পত্রিকারগুলোর সাত দিনের সংবাদের উপস্থাপন নিয়ে কাজ করতে সাহায্য নেওয়া হয় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির। 'We can divide nonprobability sampling methods into two broad types: accidental or purposive.' *(Research Methods, 2002)*। গবেষণায় পত্রিকাগুলোর ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ থেকে ৪ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় বিডিআর বিদ্রোহ সম্পর্কিত সংবাদগুলোর জাম্পসহ টেক্সট নিয়ে কাজ করা হয়েছে।

## গবেষণার পুর্বানুমান

গবেষণার ক্ষেত্রে একটি মাত্র পুর্বানুমান ছিল। সংবাদ উপস্থাপনের অনেকগুলো বিষয়ের মধ্য থেকে একটিমাত্র বিষয় বেছে নেওয়া হয়। সেটি হল সংবাদসূত্র। তাই সংবাদসূত্রকে নিয়ে একমাত্র পুর্বানুমানটি হল: বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যমগুলোর অধিকাংশ সংবাদসূত্র ছিল খুবই দুর্বল ও অস্পষ্ট।

## গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার জন্য নির্ধারিত টেক্সটকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

Discourse analysis is a generic term covering a heterogeneous number of theoretical approaches and analytical constructs. It derives, in the main, from linguistics, semiotics, social psychology, cultural studies and post-structural social theory. It is primarily a qualitative method of 'reading' texts, conversations and documents which explores the connections between language, communication, knowledge, power and social practices. In short, it focuses upon the meaning and structure (whether overt or hidden) of acts of communication in context. *(Victor, 2006)*

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে (Coulthard, 1985)। পূর্বধারনা এবং সেটাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ডিসকোর্স একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ডিসকোর্সকে মিডিয়া সেভাবেই উপস্থাপন করে যা পূর্বের ধারণা বা ক্ষমতাসীনদের ভাবাদর্শের সাথে মিলে যায় (Stevens:1998)। ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস একটিমাত্র অ্যাপ্রোচ নয় বরং বিভিন্ন অ্যাপ্রোচের সমন্বয়। ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে Klaus Bruhn Jensen ভাষা বিশ্লেষণে চারটি ক্লাসিক লেভেলের কথা বলেছেন (Jensen, 1995)। এগুলো হল: (ক) Phonetics, (খ) Grammar, (গ) Semantics, (ঘ) Pragmatics.

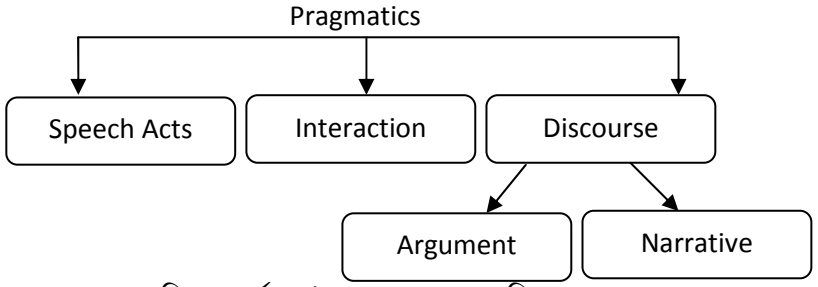


এখান থেকে ডিসকোর্সের 'Argument' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। 'Argumentation: the negative evaluation follows from the 'fact'.' *(Van Dijk, 1993)*। উপরের বিশিষ্টকগুলোর আলোকে 'Argument'-কে ব্যবহার করে বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদে সংবাদসূত্রের ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*প্রথম আলো*, *নয়াদিগন্ত*, *জনকণ্ঠ* এবং *নিউএজ* পত্রিকায় ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদে কোন কোন ধরনের সংবাদ উৎস ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বের করার জন্য Halliday and Hasan's Model of Cohesion পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মডেলটিতে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হল: (ক) Referencing, (খ) Substitusion, (গ) Ellipsis, (ঘ) Conjunction এবং (ঙ) Lexical cohesion. *(Crane, 1999)*। এখান থেকে শুধুমাত্র রেফারেন্সিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। রেফারেন্সিংয়ের কাজ হল টেক্সটে পূর্বের কোন তথ্য বা রেফারেন্স দেওয়া হলে সেটা খুঁজে বের করা। লিখিত টেক্সটের ক্ষেত্রে রেফারেন্সিং উল্লেখ করে লেখক কিভাবে অন্যের ধারণা তাঁর নিজের টেক্সটে ব্যবহার করেছেন তা বের করা যায় *(Eggins,1994)*। সাধারণত তিন ধরনের রেফারেন্সিং রয়েছে। যথা: (ক) Homophoric referencing, (খ) Exophoric referencing এবং (গ) Endophoric referencing. সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানে যে রেফারেন্সিং ব্যবহার করা হয় তাই Homophoric referencing। হঠাৎ করে সৃষ্ট কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদানে যে ধরনের রেফারেন্সিং ব্যবহার করা হয় তা হল Exophoric referencing. টেক্সটের মধ্য থেকেই কোন রেফারেন্স বের হলে সেটাকে Endophoric referencing বলে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা যেহেতু হঠাৎ করে সৃষ্ট তাই শুধুমাত্র Exophoric referencing ব্যবহার করা হয়েছে।

**বিশ্লেষণের একক**

গবেষণায় Exophoric referencing-এর আওতায় বিশ্লেষণের একক হিসেবে সকল সংবাদসূত্রকে ধরা হয়েছে এবং চারটি বিশিষ্টককে: (ক) সরাসরি নামসহ সংবাদসূত্রের বক্তব্য, (খ) নামবিহীন বা অস্পষ্ট পরিচয় দিয়ে সংবাদসূত্রের বক্তব্য, (গ) অন্য সংবাদ মাধ্যমকে সংবাদসূত্র হিসেবে ব্যবহার এবং (ঘ) অন্যান্য- বিবেচনা করা হয়েছে পর্যবেক্ষণের একক হিসেবে।

**ফলাফল উপস্থাপন**

ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফলে আসা খুবই কষ্টকর। এ পদ্ধতিতে আমরা কোন বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করি এবং সেই ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। অবশ্যই সেখানে যুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য পায়। বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথম আলো, নয়া দিগন্ত, জনকণ্ঠ ও নিউএজ পত্রিকা যে সকল সূত্র ব্যবহার করেছে তার অধিকাংশই অস্পষ্ট এবং দুর্বল। মাঝে মাঝে পত্রিকাগুলোর সংবাদসূত্রকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। এমনকি রিপোর্টারের মতামতও কিছু ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

**তথ্য বিশ্লেষণ**

**ক) সরাসরি নামসহ সংবাদসূত্রের বক্তব্য**

*"বাকরুদ্ধ কণ্ঠে কামরুন্নাহার জানান, তার স্বামীর কোন হদিস নেই।" (টীকা: ৩.৫.ক )*

বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ উপস্থাপনে সংবাদপত্রগুলোর নামসহ সংবাদসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সংবাদের অন্যতম উপাদান প্রখ্যাতির *(Prominence)* বিচারে যারা খুব বেশি মর্যদাসম্পন্ন এবং যারা তুলনামূলক কম মর্যদাসম্পন্ন তাদের বক্তব্যই শুধুমাত্র নামসহ সংবাদে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- খুব মর্যদাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর বক্তব্য।

*"গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।" (টীকা: ১.১০.ক)*

*"প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যখনই বাঙালি জাতির ভাগ্য গড়ার সময় হয়, তখনই শুরু হয় নানা ষড়যন্ত্র।" (টীকা: ২.২০.ক)*

*"শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি" (টীকা ৩.৬.ক)*

*"Please stay alert and take care of your respective constituencies. Similar incidents may take place," the prime minister was quoted by a minister as sayin. (টীকা ৪.৯.ক)*

আবার কম মর্যদাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ মানুষ, পথচারী বা ঘটনার সাথে সম্পৃক্তদের আত্মীয়-স্বজনের বক্তব্য তুলে ধরেছে।

*দুপুর আড়াইটায় আজিমপুর নিউপল্টন লাইনের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী প্রথম আলোকে বলেন, "আপনাদের সাংবাদিকদের সঙ্গে বিডিআরের বিক্ষুব্ধ সদস্যরা কথা বলতে চান।" (টীকা: ১.২.ক)*

*মেহেরুন্নাহার বলেন, "একটি সন্তানের জন্য সাত বছর অপেক্ষা করেছেন তার ভাই মেজর মমিন। আগামী ৭ মার্চ তার স্ত্রীর ডেলিভারির দান। মমিন সেই খুশিতে আত্মহারা ছিলেন।" (টীকা: ২.৭.ক)*

*"গত দুদিন বিডিআর সদর দফতরে দিনরাত অশ্রু ঝরিয়ে চলেছেন মেজর মোমিনের বোন মেহেরুন।" (টীকা: ৩.৭.ক)*

*"I saw the soldier shooting point-blank in the boy's leg," said Rashed Ahmed, a witness. (টীকা: ৪.১.খ)*

আবার পত্রিকাগুলোর মধ্যে নিউএজ সবচেয়ে বেশি সরাসরি নামসহ সংবাদসূত্রের বক্তব্য প্রকাশ করেছে। এরপর নয়া দিগন্ত, প্রথম আলো ও জনকণ্ঠ। উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন সংবাদসূত্রগুলো সাধারণত প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে। ফলে পত্রিকাগুলো তাদের নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা হয়নি। আবার কোন পথচারীর নাম লিখে বক্তব্য তুলে ধরতেও তেমন কোন সমস্যা হয়না। রিপোর্টিংয়ে এ ধরনের কাজ

অনেকটা সহজ হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষের যেসব বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো খুবই সাদামাটা। যেমন-

*"We are worried. Where will we go now at such a short notice?" Iqbal Mahmud Chowdhury, who has a family of six living in the area, told New Age over telephone at about 3:00pm. (টীকা ৪.৪.ক)*

আত্মীয়-স্বজনদের যতগুলো বক্তব্য সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে সবগুলো বক্তব্যে নারী ও শিশুদের কান্নার বিষয়টিই শুধু ফুটে উঠেছে। মনে হয়নি সেখানে কোন পুরুষ কেঁদেছে। কান্নার চরিত্রটি যেন বাংলার নারী-শিশুর এক চিরায়িত রূপ।

*এক বিডিআর কর্মকর্তার আত্মীয় তামান্না কৃষিমন্ত্রীর কাছে ছুটে যান। তিনি মতিয়া চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "আপা, কিছু বলে যান। আমার বোনের কী হবে, জানিয়ে যান।" (টীকা ১.৫.ক)*

উপরের আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি বের হয়ে আসে তাহল বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ পরিবেশনে আমাদের গণমাধ্যমগুলো খুব বেশি দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয়নি। সংবাদের উপস্থাপন দেখে বোঝা যায় যেন কোন প্রকার চাপ তাদের ওপর না আসে এমন সচেতন অনুভূতি পত্রিকাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। খুব শক্তিশালী বা এক্সক্লুসিভ কোন সংবাদসূত্র তারা উপস্থাপন করতে পারেনি। এ যেন হালকাভাবে সূত্রের উপস্থাপন।

### খ) নামবিহীন বা অস্পষ্ট পরিচয় দিয়ে সংবাদসূত্রের বক্তব্য উপস্থাপন

*"সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর ধারনা, এই কর্মকর্তাদের অনেকে নিহত হয়েছেন।" (টীকা: ১.৪.খ)*

সংবাদে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য নিশ্চিত করতে গেলে সংবাদসূত্রের বিষয়টি অনিবার্য হয়ে পড়ে। যদি রিপোর্টার সেখানে সরাসরি উপস্থিত না থাকেন তাহলেতো অবশ্যই সূত্রের উল্লেখ করতে হবে। বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলো সংবাদসূত্রকে নানা রকমারিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। সাধারণত যেসব তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেসব ক্ষেত্রে নামবিহীন বা অস্পষ্ট পবিচয় দিয়ে সংবাদসূত্রের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

*"তবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্রমতে, এঁদের মধ্যে বিডিআরের মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী এবং কয়েকজন সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নিহত হয়েছেন।" (টীকা ১.৪.ক)*

*"নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, পিলখানার বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার অনেক আগেই এর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।" (টীকা ২.১৪.ক)*

*"ফলে সীমান্ত এলাকা সুরক্ষিত রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।" (টীকা: ৩.১১.ক)*

*'The BDR delegation also demanded withdrawal of the army troops surrounding the BDR headquarters, sources said.' (টীকা: ৪.২.ক)*

নামবিহীন বা অস্পষ্ট সংবাদসূত্রের ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একটি সূত্রমতে, আরেক কর্মকর্তার নিকটাত্মীয় জানান, বিদ্রোহী জওয়ানদের অভিযোগ, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বৈঠকসূত্র জানায়, প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, আইন মন্ত্রনালয় সূত্র, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, র‍্যাব জানায়, সদর দপ্তরের আশেপাশের বাসিন্দারা বলেছেন, পারিবারিক সূত্র, স্থানীয় সূত্র, নানা সূত্র, নির্ভরযোগ্য সূত্র ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের শব্দের ব্যবহার বেশি হলে সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। কিন্তু আমাদের পত্রিকাগুলো বিডিআর বিদ্রোহের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপস্থাপনে এমন শব্দ প্রয়োগ করেছে।

*"ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বার্ষিক অনুষ্ঠান বিডিআর সপ্তাহ উদ্‌যাপনের দ্বিতীয় দিন গতকাল সকালে দরবার শুরুর পর পর একদল জওয়ান বিদ্রোহ করে।" (টীকা: ১. ১.ক)*

*"সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, গতকালের এই বিদ্রোহ তাৎক্ষণিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া নয়। এর পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। যার প্রমাণ আগে থেকে তৈরি তাদের বক্তব্য সম্বলিত প্রচারপত্র।" (টীকা: ১. ১.গ)*

*"এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, বিডিআর বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী ২০০৯-১০ অর্থ-বছরের বাজেটে অর্থ*

*বরাদ্দ ১৮৫ কোটি টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব রেখেছে মন্ত্রণালয়। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরে প্রায় ৪০ হাজার সদস্যের এ প্রতিষ্ঠানের বাজেট ৮৫৬ কোটি টাকা। আগামী অর্থ-বছরে ১ হাজার ৪১ কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।" (টীকা: ২.২.গ)*

*"নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জওয়ান জানান, তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ থাকলেও গত দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে তারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হন।" (টীকা: ২.৩.ক)*

*"আজকালের মধ্যে মামলার ডকেট সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত করেছে।" (টীকা: ৩.১২.ক)*

*"নানা সূত্র নিশ্চিত করেছে, বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা শোনার পরপরই সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী অনেকটা... ..." (টীকা: ৩.১৫.ক)*

*'Witnesses said the Rapid Action Battalion members took the detained BDR men to a makeshift army camp at the women sports complex at Dhanmondi.' (টীকা: ৪.৫.ক)*

নামবিহীন বা অস্পষ্ট সংবাদসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে পত্রিকগুলোর মধ্যে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক ধরনের সূত্রে কোন প্রকার নাম থাকে না, অপরটিতে হয়তো প্রতিষ্ঠানের নাম আছে কিন্তু ব্যক্তির নাম উল্লেখ নেই।

*"নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক বিডিআর সদস্য জানান, সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিই তাদের মূল দাবি। (টীকা ২.২.খ)*

*'According to information gathered from different sources, the rebel border guards were instigated by vested interests to destabilise the state for unlawful gains, the police official said in the complaint.' (টীকা ৪.৮.ক)*

সংবাদসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলো নামবিহীন বা অস্পষ্ট সূত্র সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে। সংবাদসূত্র সংবাদের বিশ্বস্ততা বাড়ায়। তবে সেখানে যদি অস্পষ্টতা থাকে তাহলে বিশ্বস্ততা না বেড়ে কমে যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে এ ধরনের সূত্র ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়ে। বার বার নির্ভরযোগ্য সূত্র, দায়িত্বশীল সূত্র, বিশ্বস্ত সূত্র লিখলে তথ্যগুলো সঠিক কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় আমাদের গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে সংবাদসূত্রের উপস্থাপনে দায়িত্বশীলতার অভাব ছিল।

### গ) অন্য সংবাদ মাধ্যমকে সংবাদসূত্র হিসেবে ব্যবহার

*"কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা গতকাল তাদের এক রিপোর্টে বলেছে, বিডিআর'র বিদ্রোহ নিয়ে বুধবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেছেন। (টীকা: ২.৪.ক)*

গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আন্তঃনির্ভরশীলতার সম্পর্কও বিদ্যমান। বর্তমানে পত্রিকাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই নিউজ এজেন্সি, অন্য গণমাধ্যম বা প্রেসরিলিসকে সংবাদসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে সাধারণত পত্রিকাগুলো দেশের বাইরের সংবাদ ও প্রেসরিলিস বা ব্রিফিংয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের সূত্র ব্যবহার করেছে। "ইন্টারনেটকে প্রথম আলো সংবাদ উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সূত্র এজেন্সি বললেই যেমন সঠিকভাবে সূত্র উল্লেখ করা হয়না তেমনি সূত্র ইন্টারনেট বললেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।" *(মামুন, আ-আল: ২০০৪, ১৮৮পৃ)*। অন্য সংস্থাকে সংবাদসূত্র হিসেবে ব্যবহার করার কিছু অসুবিধা আছে। মনে হতে পারে ঐ পত্রিকার সংবাদ সংগ্রহের জন্য রিপোর্টার কম অথবা ঐ সংবাদের তথ্য সম্পর্কে কোন দায়বদ্ধতা থাকলে সেটা সংবাদসংস্থার ওপর দিয়ে যাবে। পত্রিকাটি এই তথ্যের দায়বদ্ধতা নিতে চাচ্ছেনা।

*"বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) সদর দপ্তরে সহিংস ঘটনার নিন্দা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গতকাল শুক্রবার বলেছে, এ সংকটকালে সরকারকে সহযোগিতা দিতে তারা প্রস্তুত। খবর বাসস ও ইউএনবির।" (টীকা ১.৭.ক)*

*"সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে কলকাতার ইংরেজি দৈনিক দি টেলিগ্রাফ।" (টীকা: ২.১৫.ক)*

*"ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বাংলাদেশে বিগত কয়েক দিনে সংগঠিত মর্মান্তিক ঘটনায় সোমবার গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। খবর বাসসর " (টীকা ৩.১৪.ক)*

*'News agency bdnews24.com says: 10 of the arrested BDR men were captured at around 4:30pm and six more an hour later, assistant*

*commanding officer of the RAB-10, Kamal Hossain, told the reporters.' (টীকা: ৪.৫.খ)*

নিম্নে সংবাদসূত্র হিসেবে ইউএনবি'কে ব্যবহার করে নিউএজ পত্রিকাটি সংবাদটির দায়িত্ব যেন তাদের পরিবর্তে ইউএনবি'র ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

*'Twenty-two mutinous BDR men returning home after escaping from their headquarters in Dhaka were arrested at Rabna Bypass crossing in Tangail Thursday night and Friday, reports UNB.' (টীকা: ৪.৬.ক)*

অনেক সময় পত্রিকাগুলো অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবে দেশের বাহিরে রিপোর্টার রাখতে পারেনা। সেকারণে তাদের সংবাদসংস্থা থেকে তথ্য নিতে হয়। যেমন- প্রথম আলো পত্রিকাটি বাসস ও ইউএনবি'র সূত্র ব্যবহার করেছে।

*"বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) সদর দপ্তরে সহিংস ঘটনার নিন্দা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গতকাল শুক্রবার বলেছে, এ সংকটকালে সরকারকে সহযোগিতা দিতে তারা প্রস্তুত। খবর বাসস ও ইউএনবির।" (টীকা: ১.৭.ক)*

তবে বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ উপস্থাপনে এ ধরনের সূত্র বেশি ব্যবহার করেছে নিউএজ পত্রিকা। অনেক সময় বিরোধীদলীয় নেত্রীর বক্তব্য দিতে গিয়ে সংবাদ সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছে। উপরের আলোচনা থেকে পাওয়া যায় বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদের সূত্র হিসেবে পত্রিকাগুলো অন্য মাধ্যম বা সংবাদ সংস্থাগুলোর ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল ছিল।

**ঘ) অন্যান্য**

*"বলতে গেলে আতঙ্কের শহরে পরিণত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া" (টীকা: ৩.২.ক)*

গবেষণায় সংবাদসূত্র বিশ্লেষণের জন্য এটি হল সর্বশেষ ক্যাটাগরি। এমন কিছু বক্তব্য রিপোর্টের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো পড়লে মনে হয় যেন তা রিপোর্টারের নিজের লেখা।

*"কোথায় কয়টি লাশ উদ্ধার হয়েছে, এত বড় ঘটনার শেষ কীভাবে হবে- এমন প্রশ্ন ছিল মানুষের মুখে মুখে।" (টীকা ১.৩.ক)*

*"ধারণা করা হচ্ছে, হেলিকপ্টার থেকে গুলি করার সময় তারা আহত হন।" (টীকা ২.২.ক)*

*"কী হতে যাচ্ছে দেশে এমন প্রশ্ন জেগে ওঠে মানুষের মনে।" (টীকা ৩.১.ক)*

এ ধরনের বক্তব্য রিপোর্টের মধ্যে থাকলে সেটি আসলে রিপোর্ট না হয়ে গল্পে পরিণত হয়। রিপোর্টার নিজের বক্তব্য রিপোর্টে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যা সাংবাদিকতার নীতিগত দিককে সমর্থন করেনা। রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এখানেও বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে পরিবেশিত সংবাদে সংবাদসূত্রের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

## পুর্বানুমানের যথার্থতা যাচাই

গবেষণাটির জন্য পুর্বানুমান ছিল- বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যমগুলোর অধিকাংশ সংবাদসূত্র ছিল খুবই দুর্বল ও অস্পষ্ট। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে ফলাফল পেয়েছি তাহল- বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ উপস্থাপনে পত্রিকাগুলো যে সকল সংবাদসূত্র ব্যবহার করেছে তার অধিকাংশই অস্পষ্ট এবং দুর্বল। অর্থাৎ পুর্বানুমানটি গৃহীত হয়েছে। এখানে পুর্বানুমানের সাথে ফলাফলের মিল পাওয়া যায়।

## উপসংহার

আমাদের জীবন-স্মৃতির অনেকটাই মিডিয়া নির্ভর। পিলখানার ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি গণহত্যা, খুনি বিদ্রোহীদের চেহারা, হতাহত সেনা কর্মকর্তা ও বেঁচে আসা পরিবারগুলোর ভয়ার্ত ছবি আজীবন স্মরণ করবো মিডিয়ায় দেখা, শোনা ও পড়ার গহন ধরে। কিন্তু এ সত্য মানতে হবে, আজকের মিডিয়া সর্বগ্রাসী। কখনও কখনও তথ্যের একমুখী বিস্তারে আমরা আহত হই। প্রথমআলো, নয়া দিগন্ত, জনকণ্ঠ ও নিউএজ বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ পাঠকের কাছে তুলে ধরতে গিয়ে যে সকল সংবাদসূত্র ব্যবহার করেছে এবং যে সকল তথ্য উপস্থাপন করেছে তা থেকে স্পষ্ট হয় এ সময় পত্রিকাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্বল ও অস্পষ্ট সংবাদসূত্র রিপোর্টকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। তথ্যের স্তুপের তলায় জ্ঞান বিসর্জনের এবং প্রজ্ঞা হারানোর ঘটনা স্পষ্ট হলো এ বিদ্রোহের ঘটনায়। সাংবাদিকদের জানা-অজানার (ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত) পার্থক্য রেখায় জন্ম নিয়েছে অনেক গোধূলি অঞ্চল। তবে শুধু সংবাদসূত্র নয়, আরো অনেক ফ্যাক্টর জড়িত

থাকে একটি সংবাদ উপস্থাপনের পিছনে। অন্যান্য কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা জানা গেলেই কেবল আমরা বিষয়টি সম্পর্কে একক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব।

## টীকা

*প্রথম আলো*, *নয়াদিগন্ত*, *জনকণ্ঠ* ও *নিউএজ* পত্রিকার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় বিডিআর বিদ্রোহ সংশ্লিষ্ট সংবাদে ব্যবহৃত সংবাদসূত্র নিম্নে দেওয়া হল।

১. *প্রথম আলো*, ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত

*প্রথম আলো*, *২৬ ফেব্রুয়ারি*, *২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৯*, *বিডিআর- ৯*

১.১. শিরোনাম: বিডিআর জওয়ানদের বিদ্রোহ

১.১.ক) ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বার্ষিক অনুষ্ঠান বিডিআর সপ্তাহ উদযাপনের দ্বিতীয় দিন গতকাল সকালে দরবার শুরুর পর পর একদল জওয়ান বিদ্রোহ করে।

১.১.খ) সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিদ্রোহের সময় তিন থেকে চার হাজারের মতো জওয়ান ছিল।

১.১.গ) সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, গতকালের এই বিদ্রোহ তাৎক্ষণিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া নয়। এর পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। যার প্রমাণ আগে থেকে তৈরি তাদের বক্তব্য সম্বলিত প্রচারপত্র।

*প্রথম আলো*, *২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯: শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৮ বিডিআর- ২*

১.২ শিরোনাম: ভেতরে বিডিআর, বাইরে সেনাবাহিনী

১.২.ক) দুপুর আড়াইটায় আজিমপুর নিউপল্টন লাইনের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী প্রথম আলোকে বলেন, "আপনাদের সাংবাদিকদের সঙ্গে বিডিআরের বিক্ষুব্ধ সদস্যরা কথা বলতে চান।"

*প্রথম আলো*, *২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ১০*, *বিডিআর- ৯*

১.৩. শিরোনাম: বদলে গেলো রাজধানীর জীবনযাত্রা

১.৩.ক) কোথায় কয়টি লাশ উদ্ধার হয়েছে, এত বড় ঘটনার শেষ কীভাবে হবে- এমন প্রশ্ন ছিল মানুষের মুখে মুখে।

১.৩.খ) তিন কিলোমিটার কত দূর- এ প্রশ্নের জবাবও খুঁজেছে মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগসহ পুরাণ ঢাকার মানুষ।

১.৪ শিরোনাম: বিডিআরের ডিজিসহ শাতাধিক সেনা কর্মকর্তা নিখোঁজ, দুই দিনে ১৭ জনের লাশ উদ্ধার

১.৪.ক) তবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্রমতে, এঁদের মধ্যে বিডিআরের মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী এবং কয়েকজন সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নিহত হয়েছেন।

১.৪.খ) সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর ধারণা, এই কর্মকর্তাদের অনেকে নিহত হয়েছেন। প্রচার রয়েছে, কারও কারও লাশ পুঁতে কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

১.৫. শিরোনাম: মুক্তির পর শিশুদের প্রথম জিজ্ঞাসা 'আব্বু কোথায়?'

১.৫.ক) এক বিডিআর কর্মকর্তার আত্মীয় তামান্না কৃষিমন্ত্রীর কাছে ছুটে যান। তিনি মতিয়া চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আপা, কিছু বলে যান। আমার বোনের কী হবে, জানিয়ে যান।'

*প্রথম আলো*, *২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৬*, *বিডিআর- ২*

১.৬. শিরোনাম: বিডিআর জওয়ানদের বিদ্রোহের জের, স্থলবন্দরগুলো ছিল কার্যত অচল

১.৬.ক) বেনাপোল ইমিগ্রেশনের এক কর্মকর্তা জানান, বেলা ১১টার দিকে পেট্রাপোল সীমান্তে বিএসএফ গেট বন্ধ করে দেয়।

*প্রথম আলো*, *২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৯*, *বিডিআর- ৯*

১.৭. শিরোনাম: সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের

১.৭.ক) বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) সদর দপ্তরে সহিংস ঘটনার নিন্দা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গতকাল শুক্রবার বলেছে, এ সংকটকালে সরকারকে সহযোগিতা দিতে তারা প্রস্তুত। খবব বাসস ও ইউনবির।

*প্রথম আলো*, *২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৬*, *বিডিআর- ৫*

১.৮. শিরোনাম: নিহত সাত কর্মকর্তার জানাজায় স্বজন ও সতীর্থদের কান্না

১.৮.ক) জানাজায় উপস্থিত ছিলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন একজন ব্যক্তি জানান, জানাজায় বিপুলসংখ্যক সামরিক বাহিনীর সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

*প্রথম আলো*, *১ মার্চ ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৮*, *বিডিআর- ৭*

১.৯. শিরোনাম: আরও তিনটি গণকবর, ডিজির স্ত্রীসহ ১০ জনের লাশ উদ্ধার

১.৯.ক) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে কার নাম অভিযোগপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা ঠিক না হওয়ায় মামলা হয়নি।

*প্রথম আলো*, *১ মার্চ ২০০৯*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ১০*, *বিডিআর- ৮*

১.১০. শিরোনাম: সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ আশরাফ: প্রয়োজনে নতুন করে আইন করে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার বিচার করা হবে

১.১০.ক) গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

*প্রথম আলো*, ২ *মার্চ ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৯*, *বিডিআর- ৮*

১.১১. শিরোনাম: সেনাকুঞ্জে ক্ষুব্ধ কর্মকর্তাদের বক্তব্য শুনলেন প্রধানমন্ত্রী

১.১১.ক) সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী ওই দিনের ঘটনা এবং পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে সেনা কর্মকর্তাদের বিস্তারিত জানান।

১.১২. শিরোনাম: আর এক সেনা কর্মকর্তার লাশ উদ্ধার
চাকরিতে যোগ দিতে পিলখানায় বিডিআর জওয়ানদের ভিড়

১.১২.ক) বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, চাকরিতে যোগ দেওয়া বিডিআর জওয়ানদেও ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

*প্রথম আলো*, ৩ *মার্চ ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৮*, *বিডিআর- ৬*

১.১৩. শিরোনাম: ৫৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার নিখোঁজ সাত, ৭২ নয়

১.১৩.ক) গতকাল রাতে সেনা সদরের সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়।

১.১৪. শিরোনাম: মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী
বিদ্রোহী জওয়ানদের গ্রেপ্তার করা যাবে, অন্যদের নয়

১.১৪.ক) বৈঠক সূত্র জানায়, বৈঠকে একজন মন্ত্রী ধর্মভিত্তিক সংগঠন হিযবুত তাহরীরের একটি প্রচারপত্র উপস্থাপন করেন।

*প্রথম আলো*, ৩ *মার্চ ২০০৯*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ১০*, *বিডিআর- ৪*

১.১৫. শিরোনাম: 'অপারেশন রেবেল হান্ট' শুরুর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন খালেদা জিয়া

১.১৫.ক) তাঁর বক্তব্য বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করতে না দিয়ে সরকার 'ছোট মনের' পরিচয় দিয়েছে বলে সরকারের নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। খবর বাসস ও ইউএনবির।

*প্রথম আলো*, *৪ মার্চ ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ- ৮*, *বিডিআর- ৪*

১.১৬. শিরোনাম: বিডিআর বিদ্রোহের মামলা
প্রধান আসামি ডিএডি তৌহিদসহ পাঁচজন গ্রেপ্তার, সেনা তদন্ত শুরু

১.১৬.ক) সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার করা পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁরা কেউই বিদ্রোহের কথা স্বীকার করেননি।

২. *নয়া দিগন্ত* : ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত

*নয়া দিগন্ত*, ২৬ *ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-২৩*, *বিডিআর-১৬*

২.১. শিরোনাম: পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ

২.১.ক) তবে ভারতীয় এনডিটিভি বিডিআর-প্রধানসহ ১৪ জন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন বলে খবর প্রচার করেছে।

২.২. শিরোনাম: বিডিআর বিদ্রোহে হতাহত হলেন যারা

২.২.ক) ধারণা করা হচ্ছে, হেলিকপ্টার থেকে গুলি করার সময় তারা আহত হন।

২.২.খ) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক বিডিআর সদস্য জানান, সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিই তাদের মূল দাবি।

২.২.গ) এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, বিডিআর বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ১৮৫ কোটি টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব রেখেছে মন্ত্রণালয়। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রায় ৪০ হাজার সদস্যের এ প্রতিষ্ঠানের বাজেট ৮৫৬ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের বাজেটে ১ হাজার ৪১ কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

*নয়া দিগন্ত*, ২৭ *ফেব্রুয়ারি*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৭*, *বিডিআর-১৩*

২.৩. শিরোনাম: বিদ্রোহের আগে রাতভর মিটিং: গড়ে তোলা হয় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক

২.৩.ক) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জওয়ান জানান, তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ থাকলেও গত দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে তারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হন।

২.৪. শিরোনাম: শেখ হাসিনার কাছে বিডিআরকে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

২.৪.ক) কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা গতকাল তাদের এক রিপোর্টে বলেছে, বিডিআর'র বিদ্রোহ নিয়ে বুধবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেছেন।

*নয়া দিগন্ত*, ২৭ *ফেব্রুয়ারি*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-২২*, *বিডিআর-৮*

২.৫. শিরোনাম: বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে ভারতের সরকারি ও বেসরকারি মহলে উদ্বেগ

২.৫.ক) আনন্দবাজারসহ পত্রপত্রিকায় জানানো হয়, বাংলাদেশে সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বিগ্ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বুধবার বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব তিরুমূর্তি ও সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সাথে বৈঠক করবেন।

২.৬. শিরোনাম: বন্ধ ছিল মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক: উদ্বিগ্ন দেশবাশী

২.৬.ক) বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ অবস্থা ছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া নিশ্চিত খবরে জানা গেছে।

*নয়া দিগন্ত*, ২৮ *ফেব্রুয়ারি*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৭*, *বিডিআর-১৫*

২.৭. শিরোনাম: সন্তান পৃথিবীতে আসার ক'দিন আগেই চলে গেলেন মেজর মমিন

২.৭.ক) মেহেরুন্নাহার বলেন, একটি সন্তানের জন্য সাত বছর অপেক্ষা করেছেন তার ভাই মেজর মমিন। আগামী ৭ মার্চ তার স্ত্রীর ডেলিভারির দিন। মমিন সেই খুশিতে আত্মহারা ছিলেন।

*নয়া দিগন্ত*, ২৮ *ফেব্রুয়ারি*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-২০*, *বিডিআর-৬*

২.৮. শিরোনাম: বিডিআর বিদ্রোহের জের

২.৮.ক) পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভারত কয়লা রফতানি বন্ধ রাখবে বলে সীমান্ত সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়।

*নয়া দিগন্ত*, ১ *মার্চ*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-২৮*, *বিডিআর-২৭*

২.৯. শিরোনাম: আরো ৩ গণকবর

২.৯.ক) সাত মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা মেজর মোশাররফের স্ত্রী সেখানে লাশটি দেখে নির্বাক হয়ে যান। মনে হলো তিনি কাঁদতেও ভুলে গেছেন।

*নয়া দিগন্ত*, ১ *মার্চ*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৭*, *বিডিআর-৩*

২.১০. শিরোনাম: সেনাকুঞ্জের দরবারে কথা শুনলেন প্রধানমন্ত্রী

২.১০.ক) সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, দরবার চলাকালে সেখানে উপস্থিত সেনা কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেন এবং ১৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন।

২.১১. শিরোনাম: অপারেশন 'রেবেল হান্ট'-এ সারাদেশে সেনা মোতায়ন

২.১১.ক) বিশেষ সেনা অভিযান প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করতে সেনাবাহিনী এ অভিযান চালাবে।

*নয়া দিগন্ত*, ২ *মার্চ*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-২১*, *বিডিআর-৭*

২.১২. শিরোনাম:বিডিআর বিদ্রোহ তদন্তে এফবিআই'র সহায়তা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

২.১২.ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মার্কিন দূতাবাস সূত্র জানায়, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচারের সাথে টেলিফোনে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী এ সহায়তা চান।

*নয়া দিগন্ত*, ৩ *মার্চ*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৭*, *বিডিআর-৯*

২.১৩. শিরোনাম: অন্তিম শয়ানে ৪৮ সেনা কর্মকর্তা

২.১৩.ক) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সেনা কর্মকর্তার ভাই বলেন, 'গুলির মুখে দাঁড়িয়ে যখন অফিসাররা সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন সরকার তখন রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা চালিয়েছে।'

২.১৪. শিরোনাম: সরকারি আলোচকের সাথে তৌহিদের ১১০ বার টেলি-কথোপকথন

২.১৪.ক) নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, পিলখানার বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার অনেক আগেই এর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়।

২.১৫. শিরোনাম: বাংলাদেশে অভ্যুত্থান আশঙ্কায় বিশেষ ব্রিগেড প্রস্তুত রেখেছে ভারত

২.১৫.ক) সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে কলকাতার ইংরেজি দৈনিক দি টেলিগ্রাফ।

২.১৬. শিরোনাম: এমন কান্না কেউ কখনো দেখেনি

২.১৬.ক) শোকে পাথর হওয়া তার পুত্রবধূ আইরিন সুলতানা পিয়াও স্বামীর কফিন স্পর্শ করার মুহূর্তে ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

*নয়া দিগন্ত*, ৩ *মার্চ*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-২২*, *বিডিআর-৮*

২.১৭. শিরোনাম:বিডিআর বিদ্রোহে শহীদদের স্মরণে প্রবাসে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

২.১৭.ক) নিউইয়র্ক থেকে এনা জানায়, বিডিআর সদর দফতরে জঘন্যতম হামলার শিকার হয়ে নিহত সেনা কর্মকর্তাদের রুহের মাগফিরাত কামনায় ২ মার্চ সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদে মিলাদ-মাহফিল এবং যুক্তরাষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে সর্বদলীয় শোক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সবাই কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

*নয়া দিগন্ত*, ৪ *মার্চ*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৮*, *বিডিআর-৯*

২.১৮. শিরোনাম: অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন তদন্তকারীরা

২.১৮.ক) সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, যত দ্রুত সম্ভব এই তদন্তের কাজ শেষ করা হবে। তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে সরকারকে।

*নয়া দিগন্ত*, ৪ *মার্চ*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-২৮*, *বিডিআর-৬*

২.১৯. যখন জাতির ভাগ্য গড়ার সুযোগ আসে তখনই শুরু হয় ষড়যন্ত্র: প্রধানমন্ত্রী

২.২০.ক) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যখনই বাঙালি জাতির ভাগ্য গড়ার সময় হয়, তখনই শুরু হয় নানা ষড়যন্ত্র।

৩. *জনকণ্ঠ*: ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত

*জনকণ্ঠ*, ২৬ *ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৫*, *বিডিআর-১৪*

৩.১. শিরেনাম: দিনভর আতঙ্ক সংঘর্ষ আর গুজব

৩.১.ক) কী হতে যাচ্ছে দেশে এমন প্রশ্ন জেগে ওঠে মানুষের মনে।

৩.২. শিরোনাম: বিডিআর ডিজির গ্রামের বাড়িতে কান্নার রোল

৩.২.ক) বলতে গেলে আতঙ্কের শহরে পরিণত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩.৩. শিরোনাম: আমি দৌড়াচ্ছি

৩.৩.ক) অন্যদিকে স্বজনদের আহাজারিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

*জনকণ্ঠ*, ২৭ *ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৫*, *বিডিআর-১৫*

৩.৪. শিরোনাম: বিডিআর বিদ্রোহ শেষ

৩.৪.ক) স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে হাজারীবাগ ট্যানারি এলাকায় সদর দপ্তরের সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে অনেক বিডিআর জোয়ান পালিয়ে গেছেন।

৩.৫. শিরোনাম: ২৬ ঘণ্টা পর পিলখানা নাটকের রুদ্ধশ্বাস অবসান

৩.৫.ক) বাকরুদ্ধ কণ্ঠে কামরুন্নাহার জানান, তার স্বামীর কোন হদিস নেই।

*জনকণ্ঠ*, ২৮ *ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-২০*, *বিডিআর-১৯*

৩.৬. শিরোনাম: ভয়াবহতায় স্তম্ভিত গোটা জাতি, তিন দিনের জাতীয় শোক

৩.৬.ক) শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি

৩.৭. শিরোনাম: স্বজনহারাদের আর্তনাদ, বহু কর্মকর্তা এখনও নিখোঁজ

৩.৭.ক) গত দুদিন বিডিআর সদর দফতরে দিনরাত অশ্রু ঝরিয়ে চলেছেন মেজর মোমিনের বোন মেহেরুন।

*জনকণ্ঠ*, *২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৩*, *বিডিআর-৪*

৩.৮. শিরোনাম: পলাতকদের ধরতে ব্যাপক অভিযান দুই শতাধিক গ্রেফতার

৩.৮.ক) এরা সাধারণ ক্ষমতার আওতাধীন নয় বলে সরকারের একটি সূত্র মতে জানা গেছে।

*জনকণ্ঠ*, *১ মার্চ ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৯*, *বিডিআর-১৮*

৩.৯. শিরোনাম: মর্গে সারি সারি বিকৃত লাশ, শনাক্ত করা যাচ্ছেনা

৩.৯.ক) হাত-পা মুখ বেঁধে সেনা কর্মকর্তাদের ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়েছে। (উৎস নেই)

*জনকণ্ঠ*, *১ মার্চ ২০০৯*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৬*, *বিডিআর-১২*

৩.১০. শিরোনাম: সাড়ে তিন শতাধিক বিডিআর আটক, ১৭৫ জেলে

৩.১০.ক) এছাড়া বেশ কিছু বিডিআর সদস্যকে আটক করে আবাহনী মাঠে অবস্থিত অস্থায়ী সেনাক্যাম্পে আটক রাখার তথ্য জানিয়েছে বিডিনিউজ ২৪ ডটকম।

৩.১১. শিরোনাম: ঢাকার বাইরে নিরস্ত্র বিডিআর সদস্যরা ব্যারাকে

৩.১১.ক) ফলে সীমান্ত এলাকা সুরক্ষিত রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

*জনকণ্ঠ*, *২ মার্চ ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৬*, *বিডিআর-১৪*

৩.১২. শিরোনাম: ডিএডি তৌহিদকে প্রধান আসামি করে লালবাগ থানায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

৩.১২.ক) আজকালের মধ্যে মামলার ডকেট সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত করেছে।

*জনকণ্ঠ*, *২ মার্চ ২০০৯*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৮*, *বিডিআর-৫*

৩.১৩. শিরোনাম: বিডিআর সেনা অফিসারদের সঙ্গে নতুন ডিজির সাক্ষাৎ

৩.১৩.ক) আইএসপিআর প্রেস বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বাসস এ খবর জানায়।

*জনকণ্ঠ*, *৩ মার্চ ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৯*, *বিডিআর-১৫*

৩.১৪. শিরোনাম: সরকারকে অস্থিতিশীল করার কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছেন প্রণব

৩.১৪.ক) ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বাংলাদেশে বিগত কয়েক দিনে সংগঠিত মর্মান্তিক ঘটনায় সোমবার গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। খবর বাসসর

৩.১৫. শিরোনাম: খালেদা জিয়া দুদিন যেখানে ছিলেন

৩.১৫.ক) নানা সূত্র নিশ্চিত করেছে, বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা শোনার পরপরই সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী অনেকটা... ...

৩.১৫.খ) একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ২৫ ফ্রেব্রুয়ারি পিলখানায়... ... ...

*জনকণ্ঠ*, *৩ মার্চ ২০০৯*, *শেষ পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৫*, *বিডিআর-৪*

৩.১৬. শিরোনাম: ৫ লাশের ডিএনএ আলামত সংগ্রহ

৩.১৬.ক) এদিকে সূত্রগুলো জানায়, অজ্ঞাত লাশের পরিচয় মেলার একমাত্র উপায় হলো, নিহতের আপনজনের শরীর থেকে কিছু আলামত সংগ্রহ করতে হবে।

*জনকণ্ঠ*, *৪ মার্চ ২০০৯*, *প্রথম পৃষ্ঠা: মোট সংবাদ-১৫*, *বিডিআর-১৩*

৩.১৭. শিরোনাম: পিলখানা হত্যাকাণ্ডে মৌলবাদী সম্পৃক্ততা পরিষ্কার হচ্ছে

৩.১৭.ক) নিউপল্টন এলাকা দিয়ে সাদা পোশাকে পালিয়েছে বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে।

৪. *নিউ এজ* (*New Age*) ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত

*নিউ এজ*, *২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *মোট সংবাদ-২০*, *বিডিআর-১২*

৪.১. শিরোনাম: Soldiers rebel against officers at BDR HQ

৪.১.ক) The rebellion in which at least five, including two army officers, were reported killed till the evening, officials said.

4.2.L) 'I Saw the soldier shooting point-blank in the boy's leg,' said Rashed Ahmed, a witness.

৪.২. শিরোনাম: PM grants amnesty to rebel BDR jawans

৪.২.ক) The BDR delegation also demanded withdrawal of the army troops surrounding the BDR headquarters, sources said.

*নিউ এজ*, *২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *মোট সংবাদ-১৫*, *বিডিআর-১১*

৪.৩. শিরোনাম: BDR rebels lower arms

৪.৩.ক) Sources in the army said many of the officers who attended the Bangladesh Rifles' annual conference on Wednesday were still missing.

৪.৪. শিরোনাম: Evacuation order panics residents around BDR HQ

৪.৪.ক) 'We are worried. Where will we go now at such a short notice?' Iqbal Mahmud Chowdhury, who has a family of six living in the area, told New Age over telephone at about 3:00pm.

৪.৫. শিরোনাম: 100 BDR jawans caught while fleeing

৪.৫.ক) Witnesses said the Rapid Action Battalion members took the detained BDR men to a makeshift army camp at the women sports complex at Dhanmondi.

৪.৫.খ) News agency bdnews24.com says: 10 of the arrested BDR men were captured at around 4:30pm and six more an hour later,

assistant commanding officer of the RAB-10, Kamal Hossain, told the reporters.

৪.৫.গ) Two of the paratroopers were caught when they joined a namaz-e-janaza at the Azimpur graveyard in the afternoon, said witnesses.

*নিউ এজ*, *২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯*, *মোট সংবাদ-২৬ বিডিআর-১৩*

৪.৬. শিরোনাম: More BDR rebels caught

৪.৬.ক) Twenty-two mutinous BDR men returning home after escaping from their headquarters in Dhaka were arrested at Rabna Bypass crossing in Tangail Thursday night and Friday, reports UNB.

*নিউ এজ*, *১মার্চ ২০০৯*, *মোট সংবাদ-১৬ বিডিআর-১০*

৪.৭. শিরোনাম: Signs of horror all over BDR headquarters

৪.৭.ক) 'The killers draped the body in red curtain. Later we crosschecked and found that the curtain cloths are of the DG's house,' an army officer told New Age.

*নিউ এজ*, *২ মার্চ ২০০৯*, *মোট সংবাদ-২৬ বিডিআর-৯*

৪.৮. শিরোনাম: Over 1,000 soldiers sued over rebellion

৪.৮.ক) According to information gathered from different sources, the rebel border guards were instigated by vested interests to destabilise the state for unlawful gains, the police official said in the complaint.

*নিউ এজ: ৩ মার্চ ২০০৯*, *মোট সংবাদ-১৯ বিডিআর-৫*

৪.৯. শিরোনাম: PM fears further bloody events

৪.৯.ক) 'Please stay alert and take care of your respective constituencies. Similar incidents may take place,' the prime minister was quoted by a minister as saying.

*নিউ এজ: ৪ মার্চ ২০০৯*, *মোট সংবাদ-১৫ বিডিআর-৪*

৪.১০. শিরোনাম: Prime rebellion suspect, four others arrested

৪.১০.ক) The four others arrested are deputy assistant director Md Abdur Rahim, havildar Azad Ali, nayek Feroz Ahmed and sepoy Zakir Hossain, according to a statement issued by the battalion headquarters.



## তথ্য নির্দেশ


Coulthard, M. (1985). *An Introduction to Discourse Analysis*. London: Longman.

Crane, A. Paul (1999). Texture in Text: a Discourse Analysis of News Article Using Halliday & Hasan's Model of Cohesion. London: Longman

Deacon, D.; Mickering, M.; Golding, P. & Murdok, G. (1988). *Researching Communication. A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis*. London: Arnold.

d'Costa, Bina (March 20, 2009). The banality of violence in Bangladesh.EastAsiaForum.http://www.eastasiaforum.org/2009/03/20/the-banality-of-violence-in-bangladesh/

Eggins, S. (1994). *An Introduction to Systematic Functional Linguistics*. London: Pinter.

Momen, Abdul (February 26, 2009). The BDR Revolt and Role of Bangladesh Intelligence Agencies. Blog : Bangladesh Watchdog. http://bangladeshwatchdog.blogspot.com/2009/02/bdr-revolt-and-role-of-bangladesh.html

Murdok, G. & Golding P. (1979). Capitalism communication & class relations. In *Mass Communication & Society*. Ed. J. Current et.al. London: Edward. Arnold.

Philipson, Liz (March 31 2009). Bangladesh: revolt and fallout. https://www.opendemocracy.net/article/bangladesh-revolt-and-fallout

Renkema, J. (1993). *Discourse Studies. An Introductory Textbook*. Amsterdam: Benjamins.

Sinclair, J. (1992). *Priorities in Discourse Analysis*. London: Routledge.

Terre Blache, M. and Durrheim, K (1999). *Social Constructionist Methods*. CapeTown: UCT Press.

Urmi,Suriya (*May 03, 2010*). Mutiny and Media in Bangladesh.http://www.monitor.upeace.org/innerpg.cfm?id_article=712

Van Dijk T. A. (1993). *Analysing Racism through Discourse Analysis*. London: Sage.

মামুন, আ-আল (২০০৪). *কর্পোরেট মিডিয়ার যুদ্ধ ও তথ্য বাণিজ্য*, সম্পাদনা: হক, ফাহমিদুল ও মামুন, আ-আল. ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।